কানাডায় নতুন করে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি

কানাডায় আবারও হঠাৎ করে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ২৩ হাজার ১৪১ জনে দাঁড়িয়েছে।

কানাডার প্রধান চারটি প্রদেশ ব্রিটিশ কলম্বিয়া, অন্টারিও, মন্টিয়ল এবং আলবার্টাতেও নতুন করে এ মহামারির সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ কারণে কর্তৃপক্ষ সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ বিধিনিষেধ মেনে চলার জন্য আবারও গুরুত্বসহকারে পরামর্শ দিয়েছে।

অন্টারিও সরকার একটি স্টে-অ্যাট-হোম অর্ডার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে, তবে আদেশটি প্রদেশব্যাপী না অঞ্চলব্যাপী জারি করা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অন্টারিওতে গত পাঁচ দিনে প্রায় ১৫ হাজার নতুন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং আইসিইউতেও নতুন রোগীদের চাপ বাড়ছে।

মঙ্গলবার অন্টারিও প্রদেশের প্রিমিয়ার ফোর্ড বলেন, আমরা খুব দ্রুত আরও বিধিনিষেধ আরোপ করতে যাচ্ছি। এর পর আমরা টরন্টোর তিনটি অঞ্চলের ব্যপারে সিদ্ধান্ত নেব।

অন্যদিকে কানাডায় ভ্যাকসিন সরবরাহ নিয়ে ফেডারেল সরকারের প্রতি আবারও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড। গত সপ্তাহে ভ্যাকসিন সরবরাহে আবারও বিলম্ব হওয়ার খবর শোনার পর তিনি একে তামাশা বলে মন্তব্য করেন। সরবরাহ বিলম্বের বিষয়টি ফেডারেল এমপিদের জানাতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান ডগ ফোর্ড।

উল্লেখ্য, গত বছর কানাডায় সর্বপ্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয় ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, কানাডায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ ২০ হাজার ৮৯৩ জন, মৃত্যুবরণ করেছেন ২৩ হাজার ১৪১ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৯ লাখ ৩৭ হাজার ৪৫৬ জন।

ব্রাজিলে একদিনে করোনায় রেকর্ড ৪২১১ জনের মৃত্যু

ব্রাজিলে প্রথমবারের মতো ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড চার হাজার ২১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে এ সময় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮২ হাজার ৮৬৯ জন।

দেশটিতে এ প্রাণঘাতী ভাইরাসটির সংক্রমণের হার বাড়ছে খুবই দ্রুত। হাসপাতালগুলোতে এখন রোগীর ঠাঁই নেই। খবর বিবিসি ও রয়টার্সের।

কয়েকটি শহরে চিকিৎসার জন্য অপেক্ষায় থেকে রোগী মারা যাচ্ছেন এবং অনেক জায়গায় স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

ইতোমধ্যে লাতিন আমেরিকার দেশটিতে তিন লাখ ৩৭ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন। পরিসংখ্যানে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই তাদের অবস্থান।

কিন্তু ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো ক্রমাগতই লকডাউনের বিরোধিতা করে যাচ্ছেন। তার যুক্তি— অর্থনৈতিকভাবে দেশ আক্রান্ত হলে এর প্রভাব ভাইরাসের চেয়ে বেশি খারাপ হবে। এমনকি স্থানীয় কিছু কর্তৃপক্ষের জারি করা নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।

মঙ্গলবার বাসভবনের বাইরে সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে বলসোনারো কোয়ারেন্টিনের সমালোচনা করেন। তার মতে, নিভৃতবাসের সঙ্গে স্থুলতা ও বিষণ্নতার সংযোগ আছে, যা বেকারত্বের দিকে নিয়ে যায়।

তবে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় চার হাজার ২১১ জনের মৃত্যু নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি বলসোনারো।

ব্রাজিলের এক কোটি ৩১ লাখের বেশি মানুষের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শুধু মার্চেই ৬৬ হাজার ৫৭০ জন মানুষ মারা গেছেন, যা আগের মাসিক রেকর্ডের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি।

এদিকে দেশটিতে করোনাভাইরাসের ৯২টি ধরন চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে

রয়েছে পি.ওয়ান বা ব্রাজিল ভ্যারিয়্যান্ট, যা মূল স্ট্রেইনের চেয়ে আরও বেশি সংক্রামক।

দিনে ৪-৫ হাজার রোগী বাড়লে সামাল দেওয়া সম্ভব না: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দেশের ইতিহাসে গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ মৃত্যু ৬৬ জন ও সর্বোচ্চ শনাক্ত ৭ হাজার ২১৩ জন।বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ ও শংকা প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি বলেছেন, প্রতিদিন যদি ৪-৫ হাজার রোগী বাড়ে তাহলে সারা শহরকে হাসপাতাল বানালেও সামাল দেওয়া সম্ভব না।

মন্ত্রী বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে ঢাকার সব হাসপাতালে শয্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা করছি। আড়াই হাজার শয্যাকে পাঁচ হাজার করা হয়েছে, এরচেয়ে বেশি বাড়ানো সম্ভব না।জনগণ সতর্ক না হলে মনে রাখতে হবে, পাঁচ হাজার শয্যার পর হাসপাতালগুলোতে এক ইঞ্চি জায়গা নেই আর শয্যা স্থাপনের।

মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় মহাখালীতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মার্কেটে নির্মিত কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

করোনার টিকা নিয়েও দেশে অনেকে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা দুই ডোজের। প্রথম ডোজ নিলেই অ্যান্টিবডি হয় না। টিকা নিয়ে যারাই আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের বেপরোয়া চলাচলই দায়ী।

তিনি বলেন, দেশের জনগণের জন্যই লকডাউন। আমি আশা করি, জনগণ নিষেধাজ্ঞা মেনে চলবেন। প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে, জনগণ সচেতন হচ্ছে।

শপিংমল খোলার দাবিতে রাজধানীতে ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

লকডাউন তুলে নিয়ে শপিংমল খুলে দেওয়ার দাবিতে রাজধানীতে মানববন্ধন করেছেন দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ শপিংমল যমুনা ফিউচার পার্কের ব্যবসায়ীরা।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শপিংমলের সামনে প্রগতি সরণিতে এ মানববন্ধন হয়।

মানববন্ধনে ব্যবসায়ীরা অবিলম্বে শপিংমল খুলে দেওয়ার দাবি জানান।

তারা বলেন, সবকিছু খোলা থাকলে শপিংমল কেন বন্ধ রাখা হবে। গতবার লকডাউনে ব্যবসায়ীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এবারও লকডাউন চললে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না।

দ্রুত শপিংমল খুলে দেওয়ার জন্য যমুনা ফিউচার পার্ক কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান ব্যবসায়ীরা ।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সরকার সারা দেশে এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে গত ৪ এপ্রিল। এরপর থেকে দোকানপাট খুলে দেওয়ার দাবিতে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ করছেন ব্যবসায়ীরা।

গতকাল মঙ্গলবারও রাজধানীর চাঁদনীচক শপিং কমপ্লেক্সের সামনে বিক্ষোভ করেন ব্যবসায়ী ও দোকানমালিকরা।

ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, করোনায় প্রথম ধাপের ‘লকডাউনে’ অর্থনৈতিকভাবে মার্কেট ও শপিংমলের ব্যবসায়ীদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। তখন ক্ষতি হয়েছে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৭৪ কোটি টাকা।

এ অবস্থায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশের সবকিছু খোলা থাকলেও মার্কেট ও শপিংমল কেন বন্ধ রাখা হয়েছে-এমন প্রশ্ন ব্যবসায়ী

নেতাদের।

দুই ঈদ ও বৈশাখকে সামনে রেখে ব্যবসা বন্ধ থাকায় পথে বসার উপক্রম লাখ লাখ ব্যবসায়ী ও তাদের কর্মচারীদের।

সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দোকানপাট খোলা রাখার অনুমতি চেয়ে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে রোববার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে দিনভর জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা অভিযান

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২য় দিনের মতো দিনভর করোনা জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা অভিযান চালানো হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকল পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের কোর্ট এলাকা থেকে শুরু করে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মোড়, হোটেল বাজার মোড়, পুরাতন বাস স্ট্যান্ড, কলেজ মোড়, তাহের ক্লিনিকের সামনে, ওয়াপদা মোড়, বড়বাজার এলাকা, কাথুলী সড়ক, শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যান, বড়বাজার মোড়সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন দাশগুপ্ত, মাহমুদুল হাসান, কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম, সবিতা সরকারসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গণ পৃথক পৃথক ভাবে এ সচেতনতামূলক অভিযান চালান ।
অভিযান চলাকালে অযাথা বাড়ির বাইরে আসতে নিষেধ করা হয়। একই সাথে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে না আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুর সোনালী ব্যাংকে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্য বিধি

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এ দেশ যখন দিশেহারা, সরকার এক প্রকার বাধ্য হয়ে ১ সপ্তাহের জন্য সারাদেশে লকডাউন ঘোষণা দিয়েছে তখন মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক এক অন্য জগৎ।
সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সীমিত আকারে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত ব্যাংকে লেনদেন করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। কিন্তু সময় সীমিত হওয়ার কারণে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ব্যাপক ভিড় করছেন গ্রাহকরা।
গতকাল মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সোনালী ব্যাংকের শাখায় দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। এ যেন এক অন্য জগৎ। বাইরে ঠেলাঠেলিতে অপেক্ষমাণ গ্রাহকদের নেই সুরক্ষা ব্যবস্থা। কে আগে সেবা নেবেন এ নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগে গেছে গ্রাহকদের মধ্যে। এতে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গ্রাহকরা চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন। সরেজমিনে দেখা যায়, ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কোনো নিরাপত্তা সরঞ্জাম নেই। ব্যাংকের বাইরেও প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কয়েক’শ গ্রাহক ব্যাংকের ভিতর থেকে মেন গেট পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব না মেনে গাঁ ঘেষে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এদের কেউ কেউ মাস্ক ব্যবহার করলেও অনেককেই মাস্ক পড়তে দেখা যায়নি।
নাম প্রকাশ না করার সর্তে এক গ্রাহক বলেন, ‘সামাজিক দূরত্ব না মেনে কোনো প্রকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা ছাড়া যেভাবে ব্যাংকে গ্রাহকরা ভিড় করছেন তাতে সকল গ্রাহক এবং ব্যাংকের কর্মকর্তারাও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে। দ্রুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে চরম বিপর্যয় আসতে পারে।’
মেহেরপুর সোনালী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার নাজমুল হক বলেন, আমরা সরকার থেকে নির্দেশনা পেয়েছি সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ব্যাংক খোলা থাকবে। খোলা থাকার সময় কমিয়ে দিলে যে জনসমাগম কম হবে এমন তো না। তারপরও আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা সবদিক থেকে চেষ্টা করেও পারছি না, তাই এত উপচে পড়া ভিড় জমে যাচ্ছে।

মেহেরপুরে নতুন ৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর জেলায় নতুন করে ৩ জনের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গতাল মঙ্গলবার ২৭টি রিপোর্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৩ পজিটিভ হয়েছে।

মঙ্গলবার মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তরা সকলেই সদর উপজেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী সংখ্যা দাঁড়াল বর্তমানে ৪৩ জনে। এর মধ্যে সদর উপজেলার ৩১ জন, গাংনী উপজেলার ১০ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ২ জন।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন, শহরের হোটেল বাজারের মহাব্বত আলী (৪০), গার্লস স্কুল পাড়ার সুফিয়া খাতুন (৫০), মিশন স্কুল পাড়ার আল মাহমুদ(৪৬)।

কোটচাঁদপুরে সরকারি নির্দেশনা মানতে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন, লকডাউনে অনিহা সাধারণ ব্যবসায়ীদের

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নির্দেশনায় লকডাউন ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থানে উপজেলা প্রশাসন।
সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী লকডাউন নিশ্চিত ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি আদেশ অমান্য করায় অনেককে করা হচ্ছে জরিমানা।

লকডাউনের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন সরকারি নির্দেশনা (লকডাউন) বাস্তবায়নে উপজেলার সাফদারপুর বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নির্দেশ অমান্য করায় এক কাপড় ব্যবসায়ীকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। এরপরও লকডাউনে অনিহা প্রকাশ করছেন সাধারণ ব্যবসায়ীরা।

নির্বাহী অফিসার জানান, কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় থানা পুলিশ কাজ করছে। মহামারি করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারি নির্দেশনা পালনের পাশাপাশি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

সেই সাথে জন-সাধারণের লকডাউন মেনে বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের না হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান অব্যহত থাকবে বলে জানান নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, সাফদারপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই অজিয়ার রহমান, সাংবাদিক এসএম রায়হান উদ্দীন সহ পুলিশ ও আনসার সদস্য।
এদিকে প্রশাসনের কড়া নজরদারি থাকলেও লকডাউনের আওতার মধ্যে থাকা অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসছেন।

ঝিনাইদহে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের হার, লকডাউন মান্তে নারাজ ব্যবসায়িরা

ঝিনাইদহে দ্রুত গতিতে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের হার কিন্তু ব্যবসায়ীরাসহ, সাধারণ মানুষ লক ডাউন মানতে অনিহা প্রকাশ করছে।

৬ তারিখ মঙ্গলবার ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ল্যাব থেকে নতুন ৫২টি নমুনার ফলাফল এসেছে যার মধ্যে ২৩জন আক্রান্ত বলে জানা জানা গেছে। ঝিনাইদহে এ পর্যন্ত মোট ১১১০০নমুনা পরীক্ষা করে আক্রান্তে সংখ্যা ২৫০৫জন। বেশ কিছু দিন নমুনা পরীক্ষা এবং আক্রান্ত দ্ইু’ই কম ছিল কিন্তু গত ৪/৫ দিন এর সংখ্যা বেড়ে কয়েকগুণ হয়েছে।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিসের তথ্যমতে উপজেলা ভিত্তিক আক্রান্তের সংখ্যা সদরে নতুন ১৩ জনসহ মোট ১৩১৯ জন, কালীগঞ্জে নতুন ১ জনসহ ৫০০ জন, শৈলকূপায় নতুন ৩ জন সহ ২৯৩জন, কোটচাদপুরে নতুন ১ জনসহ ১৫০ জন, হরিনাকুণ্ডতে নতুন ৫ জনসহ ১৩৬জন এবং মহেশপুরে মোট ১০৭ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু বরণ করেছে ৪১ জন, এর মধ্যে সদরে- ২৭, কালীগঞ্জে- ৬, শৈলকূপায়- ৫, কোটচাঁদপুরে- ২ এবং হরিনাকুণ্ডে- ১ জন।

ঝিনাইদহে লকডাউন কার্যকর ভাবে পালন করতে মাঠে প্রশাসন, পুলিশ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতাকর্মী ও সাংবাদিকরা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ঝিনাইদহের ব্যবসায়ীরা সারাদেশের ন্যায় লকডাউন বিরোধী অবরোধ, মানববন্ধন না করলেও সরকারের এই লকডাউন সিদ্ধান্তের প্রতি অনিহা প্রকাশ করছেন। তবে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ব্যবসায়ীদের লকডাউন বিরোধ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শহরের বাইরের হাট বাজার গুলোতে লকডাউন এবং স্বাস্থ্যবিধি সামান্যও মানা হচ্ছেনা। কাঁচা বাজার ও গরু ছাগলের হাটে মাস্ক না পরা লোকের সংখ্যায় বেশী, সেখানে কোন প্রশাসনের তদারকি নেই এমনকি হাট মালিকদের পক্ষ থেকেও স্বাস্থ্য বিধি মানার ব্যাপারে কোন মাইকিং করা হচ্ছে না। মঙ্গলবার উপজেলার বৈডাঙ্গা পশু হাটে গিয়ে এমনই দৃশ্য চোখে পড়ে।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে লকডাউন কার্যকর করতে আমরা যথাযথ কাজ করে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আমরা আরও কঠোর হবো।

ঝিনাইদহে সপ্তাহ ব্যাপি কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ মাঠে

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত লকডাউন চলছে, সারাদেশে সোমবার (৫ এপ্রিল) সকাল থেকে সাতদিনের লকডাউন শুরু হয়েছে। সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে স্থানীয় ও দুরপাল্লার সকল প্রকার গণপরিবহন। কমেছে সড়ক-মহাসড়কের মানুষের চলাচল। সকাল থেকেই বন্ধ রয়েছে দোকান-পাট। নিত্যপ্রয়োজনী পণ্য, ঔষধসহ কিছু কিছু দোকান-পাট খোলা রাখা হয়েছে। এদিকে লকডাউন কার্যকরে মাঠে নেমেছে জেলা পুলিশ বিভাগ ও জেলা প্রশাসন। শহরের আরাপপুর, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। বিনা কারণে বাইরে আসা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দু’একটি চলা ইজিবাইকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ঝিনাইদহতে প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে এবং বৈশ্বিক মহামারি করোনা প্রতিরোধে সোমবার থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহ ব্যাপি লকডাউন বাস্তবায়নে দ্বিতীয় দিনে কঠোর ভাবে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মোঃ মুনতাসিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে জেলা পুলিশ বিভাগ মাঠে নেমেছে।
লকডাউন কালে জনসাধারণকে নিজ ঘরে নিরাপদ রাখতে মাঠে নেমেছে জেলা পুলিশ বিভাগ। প্রথমদিন সোমবার এবং দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্পটে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে ও বিনা প্রয়োজনে মানুষকে বাড়ির বাইরে বের না হতে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ বিভাগ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তর রোধকল্পে শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের লক্ষে ঝিনাইদহ জেলার পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম ও অন্যান্য অফিসারবৃন্দ ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন স্থানে (মার্কেট, বাজার, বাসস্ট্যান্ড, রেস্টুরেন্ট, ফার্মেসি) মনিটর করেন। সকলকে মাস্ক পরতে উদ্ভুদ্ধ করেন,স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আহ্বান জানান,অপ্রয়োজনীয় লোকজন ঘোরাফেরা করছে কিনা,দোকান খোলা আছে কিনা সেসব বিষয়ে মনিটর করেন।পাশাপাশি চেকপোস্টের কার্যক্রম

তদারকি করেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, শহরের বিভিন্ন স্থানে লকডাউন কার্যকরে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং জরুরি কাজ ছাড়া বের না হওয়ার সরকারি নির্দেশ থাকলেও তা মানচ্ছেন না সাধারণ উৎসুক জনতা। স্বাভাবিক দিনের মতোই লোকজন দিব্যি আরামে ঘুরাফেরা করছেন। তাদের অনেকের মুখেই নেই মাস্ক। সরকারের নির্দেশনা ও মাস্ক পরা নিশ্চিত করণ, স্বাস্থ্যবিধি সহ সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার জন্য জনগনকে সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া ভ্রাম্যমান আদাতের অভিযান চলছে। লকডাউন কার্যকর করতে জেলা পুলিশ বিভাগ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।এর পরও কেউ সরকারি নির্দেশ অমান্য করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এরফানুল হক চৌধুরী বলেন, সকাল থেকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হচ্ছে। ১৮ দফা নিদের্শনা না মানায় সকালে বেশ কয়েকটি খাবারের দোকানে জরিমানা করা হয়েছে। নির্দেশনা না মেনে যারা শহরে ঘোরাঘুরি করবে তাদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে।